Proposed Synopsis for Ph.D. Degree in Bengali

(Faculty of Humanities)

গবেষণার শিরোনাম:

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প: সামগ্রিক মূল্যায়ন

TILOTTAMA MAJUMDARER CHHOTOGALPO: SAMOGRIK MULYAON

Under the supervision of

Dr.Barun Kumar Mandal

Assistant Professor,

HOD, Department of Bengali

P.P.K. College, Bundu,

Ranchi University, Ranchi

Email Id: b.k.mandal14@gmail.com

Submitted by

Dipankar Sarkar

Research Scholar,

NET (JRF/2024)

Ranchi University, Ranchi

2025

সূচিপত্র

অধ্যায়:	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১–২
১। প্রথম অধ্যায়:তিলোত্তমা মজুমদারের জীবন ও সাহিত্য	২-৩
২। দ্বিতীয় অধ্যায়:জীবন রহস্য ও জীবন অন্বেষণ	৩-৫
৩। তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মিক সংকট	৫-৬
৪।চতুর্থ অধ্যায়: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী	৭-৭
৫। পঞ্চম অধ্যায়: নাগরিক সমাজের চিত্র	৮-৯৬
৬। ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রতা	৯-৯
উপসংহার	৯-৯
পরিশিষ্ট	
গ্রন্থপঞ্জি সংকলন	১০-১০

ভূমিকা:

উনিশশতকেরশেষপর্বেবাংলাসাহিত্যেছোটগল্পেরআবির্ভাবঘটে।পরবর্তী কালে প্রায় সার্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই প্রকরণটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এবং এর পাশাপাশি এই ছোটগল্পের উপর প্রভাব পড়েছে এক-একটি কালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর। সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রবাহিত বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাবে নতুন নতুন মোড় নিয়েছে। বদলেছে ভাষারীতি, উপস্থাপনের ধরণ, আখ্যানের বিষয়, আঙ্গিক, আকারসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এইভাবে কালের নিয়মে বদলে চলার পাশাপাশি বাংলা ছোটগল্পে একই সঙ্গে ধারণকরেছে জনমানসের পরিবর্তনের একাধিক মাত্রাকে। সুদীর্ঘ সময় সারণিবেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় , পরশুরাম, বনফুল, সমরেন্দ্র বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রভাতকুমার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের দ্বারা পালাবদল ঘটতে ঘটতে আজ বর্তমানে তিলোত্তমা মজুমদারের হাতে এসে এই ধারাটি নতুন করে দিক পরিবর্তন করছে ও নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে চলেছেন।ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর আবির্ভাবগল্পের এক নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন। এরজন্য কোনো আড়ালকে অবলম্বন করেননি। জীবনকে যেভাবে পেয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন তাই-ই ছোটগল্পে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। সংসার, সমাজ জীবনের দেখা অধ্যায়গুলি শিল্পের তুলির টানে জীবন্ত রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এক-একটি চরিত্র। সেখানে যেমন নারীরা উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে , তেমনি পুরুষদের আদর্শ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। তিলোত্তমা মজুমদার নিজে নারী জীবন থেকে হতাশা, বঞ্চনাশোষণকে সাহিত্যে আনলেন। তাই তিনি কবি, উপন্যাসিক হিসেবে যেমন সাফল্য পেয়েছেন, তেমনি ছোটগল্পেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।নাগরিক সভ্যতার ব্যাভিচারের ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি গ্রাম্যতাও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। স্বামী-স্ত্রীর প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে তৃতীয় ব্যাক্তির আগমন-সমস্যা, মানসিক জটিলতা ও সংকট তাঁর লেখার প্রধান উপাদান।পুরুষদের আদিম প্রবৃত্তির কারণে

নারী জাতির অস্তিত্বের বিলোপ ঘটানো, তাদের উপর কর্তৃত্ব ফোলানোর প্রয়াস।তাঁর রচিত প্রায় ১২০ টির উপর গল্পে বিংশ- একবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক দিক উঠে এসেছে----যা বর্তমান অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনায় মেলা দুস্কর।

প্রথম অধ্যায়: তিলোত্তমা মজুমদারের জীবন ও সাহিত্য

অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করে কথা সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার নদীর মতই বয়ে চলেছেন।আর এই বহমান জীবনকে সম্মান জানাতে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক সাহিত্য সম্ভার। কথা সাহিত্যিকতিলোত্তমা মজুমদারের জন্ম ১১-ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি চা বাগানে। লেখিকার বেড়ে ওঠা গ্রাম -শহরেরসংমিশ্রণপরিবেশে।ফলে ছেলেবেলা থেকেইগ্রামীণ ও নাগরিকজীবনসম্পর্কেসচেতনহয়েওঠেন।জীবনে চলার পথে বারবার প্রতারিত হয়েছেন ---- সংসারজীবনেরতিক্তঅভিজ্ঞতায়টেনেএনেছেসাহিত্যজগতে।সংসার জীবনের তিক্ত উপলব্ধি সম্পর্কেমনে মনে দ্বিধা ছিল শেষ পর্যন্ত অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন কিনা। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশচার্চ কলেজে অংকে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ বোধ না করায় অনার্স কেটে যায়। শুরু হয় এক নতুন জীবন-যুদ্ধ। এরপর সংসার জীবনে প্রবেশ। এবং সেখানে প্রতিনিয়ত অপমান ও লাঞ্ছিত হতে হতেসাতবছরেরসংসারজীবনকেইতিটেনেবেরিয়েপড়েনএক গূঢ়জীবনরহস্যেরউদঘাটনে।আর কারোর গলগ্রহ হয়ে না থেকে স্বাধীন হতে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন। অবশেষে লেডিস হোস্টেলে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন।

তিলোত্তমা মজুমদার যে পরিবেশে বড়ো হয়েছেন সেই পরিবারে পূর্ব সময় থেকেই সাহিত্য চর্চা হত। তাঁর সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের পিছনে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁরই দাদা। এবং কাকু সমীর চক্রবর্তী এক সময় ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সমীরবাবুর একসময় কবিতার বাতিক ছিল। তিনি অনেক কবিতার বই লিখেছিলেন। কাকুর লাইব্রেরিতে গিয়ে তিলোত্তমা মাঝেমধ্যে বই আনতেন। এইভাবে সাহিত্যর পাঠ শুরু এবং সেখান থেকেই সাহিত্যে হাতে-খড়ি।

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভোরের কাগজ'-এ উপন্যাস 'মানুষ শাবকের কথা' বের হয়।তাঁর প্রথম উপন্যাস'ঋ'(১৯৯৫) প্রকাশিত হয়। পরে কিছু গল্পসংকলন করে গল্পগ্রন্থ রূপে প্রকাশ পায়। কারণ 'ঋ'কে বড়ো গল্প হিসেবে ধরা হয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হল 'একতারা'(২০০৬), 'এসো সেপ্টেম্বর', 'রাজপাট', 'বসুধারা', 'স্বর্গের শেষ প্রান্তে', 'প্রেতযোনি'(২০১৬) । এর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল 'শর', 'টান', 'মাছের রক্ত', 'পোড়াকাঠ', 'কুকুর ছানার মা', আমি পদ্ম', বকুলবাবুর বউমা', 'অন্ধ প্রজাতি', 'পলাশকুঁরিয়া'। তাঁর চারটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে।সেগুলি হল, 'ঋ', 'পঞ্চাশটি গল্প'(২০১২), 'গল্প সংগ্রহ'(২০২০),'পঁচিশটি গল্প'(২০২৪) । জীবনে তিনি অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন। 'বসুধারা' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার (১৪০৯), 'একতারা' উপন্যাসের জন্য ডেটল আনন্দ বাজার পত্রিকা শারদ অর্ঘ্য (১৪১৩) , 'রাজপাট' উপন্যাসের জন্য কেরলের কাকানাদন সাহিত্য পুরস্কার। এছাড়াও ভাগলপুরের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, প্রতিভা বসু শতবর্ষ স্মারক সম্মান।

দ্বিতীয় অধ্যায়:জীবন রহস্য ও জীবন অন্বেষণ

কৈশোরের প্রেম থেকে প্রত্যাখ্যান হয়ে, জীবন হয়ে উঠেছিল বিষন্নময়। নিজের জীবনকে প্রতিনিয়ত করে তুলেছিল মৃত্যুমুখী।জীবনকেদুর্বিষহ করে তুলেছিলশ্বশুরবাড়িরআত্মীয়রা।প্রথম প্রেমের আঘাত থেকে সামলে নিতে না নিতেই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে হয়।কিন্তু সেই জীবনকেও সম্মান করতে পারল না।স্বামী শাশুড়ির প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও লালসার হাত থেকে বাঁচতে একাকী জীবন বেছে নিতে হয়লেডিস হোস্টেল 'স্বনির্ভরতা'তে।কলকাতার সল্টলেকের এই সরকারি হোস্টেলে থেকেজীবনেরঅভীষ্টলক্ষ্যেরদিকেক্রমশএগিয়েযায়।অতীত জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই রহস্যময় জীবনের কম্পাস ব্যবহার করেছেন গল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার।তাঁরজীবন ও সাহিত্যএকহয়ে মিলিত হয়েছে উপন্যাস'একতারা'(২০০৬) -তে।অনেকেউপন্যাসটিকেআত্মজীবনীমূলকউপন্যাসবলেছেন।ছোট গল্পকারের জীবন বৃত্তান্ত

ও 'একতারা' উপন্যাসটিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর জীবন প্রবাহ ও উপন্যাসেরঘটনারসমগ্রএকইধারায়বয়েচলেছে।

'একতারা' উপন্যাসে দেবারতি নামের আড়ালে লেখিকা নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশব্যাকেঅতীতজীবনের কথা পাঠককে শুনিয়েছেন। সেখানে দেখা যায়, মৃত্যু-যন্ত্রণা, আত্মহত্যা থেকে ফিরে আসা, মাতৃ-স্বাদথেকে বঞ্চিত, চোরের বদনাম সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি চেয়েছে। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার- অসম্মান থেকে বাঁচলেও বাইরের বৃহত্তর সমাজের লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে ক্রমাগত লড়াই করতে হয়েছে।

তাঁর সৃষ্ট ছোটোগল্পে জীবনের জটিল মানসিকতা, অবক্ষয় ও সংকট কথাশিল্পী মানবদরদী দ্বারা বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তেমনি একটি গল্প 'পলাশকুঁরিয়া' (২০০৪)।গল্পে দেখা যায় কলকাতায় আশ্রয়হীন নারীদের জীবনের বেশ্যাবৃত্তির ভয়ঙ্কর চিত্র। থুকির ফেলে দেওয়া শিশুকে নিয়ে জানু ও তার সঙ্গীরা পালা করে ভিক্ষা করলেও তাদের অমানবিকতায় মারা যায় এই দুধের শিশুটি।

'মাছের রক্ত'(১৪২৫) গল্পে মাছের বিত্তিকে কেন্দ্র করে কেশব, লক্ষ্মীরানী, মধুসূদনের জীবনের সমস্যা ও জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যাক্তির আগমনে জীবনকে করেছে বিপন্ন। এরপর 'কুকুর ছানার মা' গল্পে কলকাতার নিচুতলার এক পাগলী ও কিছু বখাটে ছেলের জীবন বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন।

তিলোত্তমা মজুমদারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবনকে যেভাবে দেখেছিলেন তারই জীবন্ত ছবি ধরা পড়ে 'অমরাবতী ও সেরা পুতুল' গল্পে। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে রুপক। নারীদের জীবনের অবক্ষয়কে বার বার উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পে। কলকাতা নাগরিক জীবনের ব্যাভিচারকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

তিলোত্তমা মজুমদারের আরো অনেক গল্প আছে যেগুলি যন্ত্রচালিত সভ্যতায় হাজারও ব্যাস্ততার মধ্যেও ভালোবাসা খুজেঁ ছে, পরস্পরকে জানতে চেয়েছে, পরস্পরের উপর বিশ্বাস রেখে পথ চলতে চেয়েছে কিন্তু সময়ে তা হয়ে ওঠেনি। এমন ভাবনা নিয়ে

লিখেছেন 'শর', 'অনুচ্চারিত','নয়ন আর নয়নতারা', 'অন্ধ প্রজাতি', 'ফুলের গন্ধ', 'প্রতারিত', 'অন্ধ নিশানা', ' উজ্জয়িনী', 'ভাড়াটে', 'গোলাপি ওড়না' প্রভৃতি গল্প।

তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মিক সংকট

ছোটোগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদারের জীবন বোধ ছিল গভীর। নাগরিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত থাকলেও ছোটবেলা কেটেছে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। গ্রাম জীবনের সেই মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, তাঁর সৃষ্টি'ঋ'(১৯৯৬) গল্পে।গল্পটি প্রথমে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ পেলেও পরবর্তীতে এটি বড় গল্প হিসেবে পরিচিত লাভ করে এবং এর সঙ্গে আরও কিছু গল্প যোগ করে একটি গল্প সংকলন রূপে প্রকাশিত হয়।'ঋ' গল্পের বিষয়বস্তু হল দয়াময়ীর ছোট ছেলে রাধারঞ্জন একসময়স্বদেশী আন্দোলনের জন্য পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যসূত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গেরচাবাগানেরঅধ্যুষিতঅঞ্চলেএসেউপলব্ধিকরে, ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক প্রোথিত করে নারী।নারীর টানেই পুরুষের জীবনের অস্তিত্ব গভীর থেকে গভীরতর ভূমিতে প্রবেশ করে।আসলে রাধারঞ্জন প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার জয়গান গায়লেও তেজারতির কারবারে ফুলেফেপে ওঠার পর তার লম্পট্য প্রকাশ পেতে থাকে। যে কারণে বাড়িতে আশ্রিত নারীদের দিয়ে বিকৃতি কাম পিপাসা মিটিয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনতা মাঘ মণ্ডল ব্রত, হুয়া ব্রত, যম পুকুরের ব্রত প্রভৃতি পালন করলেও তার মনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। গল্পকার কৌশলে এই বিনতাকে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখোশ খুলে দিলেন। মধ্যবিত্ত গ্রাম-জীবন সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে তিলোত্তমা মজুমদার লিখলেন'টান'(দেশ, ১৭-ই এপ্রিল ২০০৫) গল্পটি।গল্পটি গ্রাম এবং শহরেরমিশ্রনেসৃষ্টিহয়েছে।গল্পের মূল চরিত্র ঝিল্লির জীবনকে কেন্দ্র করে যেসব চরিত্রএসেছেতারাপ্রত্যেকেইআধুনিকসভ্যতারবিষন্নইতিহাসেরভুলভুলিয়ারমধ্যেপাকখাচ্ছে।গল্প প্রত্যেকটি চরিত্র যেন পরম আক্ষেপ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

' নিঃস্বমানুষ ও সাদাঘোড়া'(১৯৯৮) গল্পে স্বপ্নে পাওয়া সাদা ঘোড়া পালন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় নিম্নবিত্তের এক চাষী। কলাই শস্য, ছেলে, বউ, ভিটে বাড়ি সহ সমস্ত জমি বিক্রি করে দেয়। আসলে স্বপ্নে পাওয়া এই সাদা

ঘোড়া কিসের প্রতীক বহন করে ? যার কারনে একজননিম্নবিত্তচাষিনিঃস্বহয়েযায়।আসলেই সাদা ঘোড়া নিম্নবিত্ত মানুষের রঙিন স্বপ্ন যা, পূরণ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।
সম্পূর্ণ এক অচেনা সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার হাজির হলেন 'ডোমনি'(১৯৯৮) গল্পে।ডোম সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের সম্পর্ক, টানাপোড়েন সর্বোপরি ডোম পুরুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ডোম কন্যা হিরানী বলি হতে বসেছিল।

এইভাবে ছোটোগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণীতে ছোট ছোট চরিত্র এবং ছোট ভাবকে নিয়ে পাঠকের মনে যে বড় জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলেন তা এককথায় অনবদ্য। এমনই ভাবনা গল্প লিখেছেন 'মায়া', 'নীল', 'পোড়া কাঠ', 'ছেঁড়া-ছেঁড়াপাতা', 'অমেরুদণ্ডী', 'স্তনী', 'বিকেলের আলো', 'গন্না', 'ছবি', 'মণিকুন্তলা', 'রুপোর থালা চাঁদ', 'অমৃতভবন', 'নোনতা'প্রভৃতি গল্প।

চতুর্থ অধ্যায়:পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী

কথা সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের নারী জীবনের ইতিহাস-কাহিনি সম্পর্কে জানতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত , উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া জানা প্রয়োজন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই বলতে গেলে প্রতিটি পাতায় পাতায় নারীদের অস্তিত্বের কথায় উঠে এসেছে। 'নাসের এ কাহিনীর মূল চরিত্র নয়'গল্পে মধুয়াকে কেন্দ্র করে পুরুষের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এই গল্পে তিলোত্তমা মজুমদার বলেছেন 'সৃষ্টির জন্য নারী, সৃষ্টির জন্য পুরুষ, পুরুষের জন্য নারী, নারীর জন্য পুরুষ নয়'। 'কোনও গৃহবধূর যে-কোনও তিনটি দিন' গল্পে এক গৃহবধূর একাকীত্ব জীবনের গভীর মনস্তাত্ত্বকে শিল্পীসত্তায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

' ছেঁড়া-ছেঁড়া পাতা' গল্পের কথক একজন অসহায় নারী, যাকে মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা বিয়ে দেয় অবস্থাপন্ন পুলকের সাথে।কিন্তু পুলকের বাড়িতে দাসীর মত জীবন-যাপন করতে থাকে। জীবন তার কাছে অতিষ্ঠ ও বোঝা হয়ে

ওঠে। তাকে প্রতিনিয়ত স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারিত হতে হয়। এরফলে পিনাকি নামে এক মশলাওয়ালার সাথে সংসার পেতেও ঠকতে হয়েছে। দুটো জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না।

' নীল'গল্পটি যেন লেখিকার নিজেরই প্রেমের প্রতি একরাশ অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। অভিমানের পাশাপাশি যুক্তিও খুঁজেছে, কারোর উপর এতটা নির্ভর হওয়া ঠিক নয়। গল্পকথকের অনুভূতি জীবন মানেই সব সময় একটি দীর্ঘ পথের মত-- যার একপ্রান্তে জন্ম, অন্যপ্রান্তে মৃত্যু। পুরুষ চেয়েছে নারীকে তার পরিমণ্ডলে বেঁধে রাখতে।, তাতে অপরপক্ষের জীবনের কোনো মূল্য দেয়নি। এমন ভাবনার রূপ দেখা যায় তাঁর 'প্রেমিক ও সন্ন্যাসী', 'শোকসন্তাপ', 'কাকোল', 'মউনি', 'পয়মন্তিনী', 'প্রতারিত', 'প্ররিশোধ', 'বৃত্ত', 'চথি' প্রভৃতি গল্পে।

পঞ্চম অধ্যায়: নাগরিক সমাজের চিত্র

গল্পে উঠে এসেছে সাধারণ নাগরিক সমাজের জীবন সংগ্রাম। কাগজ কুড়ুনির মতো নিম্ন বর্গের মানুষেরা তাঁর গল্পে ভিড় করে এসেছে। এমন চিত্র ফুটে তুলেছেন 'ডোমনি' গল্পে।

গল্পে ডোম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এরপর 'কুকুর ছানার মা' গল্পে কলকাতায় বসবাসকারী বস্তী এলাকার চিত্র ফুটে উঠে। 'পলাশ কুঁরিয়া' গল্পে নিম্ন বর্গের ভিক্ষাবৃত্তির বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। 'মাছের রক্ত' গল্পেও মাছের বাজারের কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও আরো গল্পে অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের কথা পাওয়া যায়---যেমন 'ভাড়াটে', 'ভোগ', 'অমরাবতী ও সেরা পুতুল' প্রভৃতি গল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রতা

কথাসাহিত্যের জন্মবঙ্কিমচন্দ্র,রবীন্দ্রনাথেরহাতেহলেওতাদের সাহিত্য সামাজিক-পারিবারিক তাড়নার দ্বারা আবদ্ধ ছিল।এই আবদ্ধ ভেঙে ছিলেন পরবর্তীতে

শরৎচন্দ্র ও তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)মাধ্যমে। এরপর বাংলা ছোটোগল্প সামাজিক,রাজনৈতিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর নকশাল আন্দোলন, দাঙ্গা পরিস্থিতি, উদ্বাস্তু সমস্যা সর্বোপরি বামপন্থির প্রতিষ্ঠা বাংলা ছোটগল্প তার চেনা গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়। বাংলা ছোটগল্প স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে আশির দশক থেকে। এই সময় বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে যেতে থাকে। এই আশির দশকের আরো কিছুটা সময় পরে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন ছোটোগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার।

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটোগল্পে একদিকে যেমন এসেছে রাজনৈতিক দিক তেমনি অন্যদিকে এসেছে মানুষ ও মানবিকতা। প্রাধান্য পেয়েছে মন-মানুষ, রক্ত নয় ভাবের সম্পর্ক।তিলোত্তমা মজুমদারের লেখার আর একটি বড় দিক হল যৌনতা। এই যৌনতাকে প্রকাশ করতে কোনো আড়াল বা সংকেত ব্যবহার করেননি। ফলে তাঁকে অনেক সাহসী হতে হয়েছে। এরপর আসে তাঁর রচনার গদ্যশৈলী --যা প্রকাশ করেছেন সহজ-সরলভাবে। তিনি তাঁর লেখাতে গুরুগম্ভীর, দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহারে পক্ষপাতী ছিলেন না। চরিত্র রূপায়ণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তাঁর রচনায় যে বিত্তের মানুষের কথায় আসুক তিনি তাকে অন্যোন্য মাত্রায় রূপ দিয়েছেন। যা সমকালীন কঙ্কাবতী দত্ত (১৯৬৩-), রেবা মজুমদার, নির্ঝরিনী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রমুখদের থেকেস্বাতন্ত্র্য।

উপসংহার:

কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের জীবনে ঘাত–প্রতিঘাত, উত্থান–পতনের মধ্য দিয়ে আজ তাঁর লেখনি বলিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। কাগজ কুড়োনির মত অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে শুরু করে কলকাতার উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে ,যা সমকালীন অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের থেকে সহস্র কদম এগিয়ে গেছেন।

তাঁর লেখায় বার বার নারী মুক্তির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে; যাতাকে বাংলা কথাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

পরিশিষ্ট:

গ্রন্থপঞ্জি সংকলন:

আকরগ্রন্থ:

১। তিলোত্তমা মজুমদার, 'ঋ', প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স।

২।তিলোত্তমা মজুমদার, 'একতারা', প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩। তিলোত্তমা মজুমদার, 'পঞ্চাশটি গল্প', প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২,আনন্দ পাবলিশার্স।

৪। তিলোত্তমা মজুমদার, 'গল্প সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২০, আনন্দ পাবলিশার্স।

৫। তিলোত্তমা মজুমদার, 'পঁচিশটি গল্প', প্রথম প্রকাশ ২০২৪, একুশ শতক পাবলিশার্স।

সহায়ক পত্রিকা:

১।তিলোত্তমা মজুমদার,'শর', প্রথম প্রকাশ ১৪১৮, সানন্দা পত্রিকা।

২। তিলোত্তমা মজুমদার, 'টান', প্রথম প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ২০০৫, দেশ পত্রিকা।
৩। তিলোত্তমা মজুমদার, 'পরি, যক্ষিণী, অন্নপূর্ণারা', দেশ-২০০৩-২০০৫।